দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 JAN 1988 পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ২

017

দৈনিক ইনকিলাব

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা—

॥ আশরাফুল হক মুকুল ॥

সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন লঙ্ঘিত হওয়ার অভিযোগ বিভিন্ন শাসন আমলেই যেমন উঠেছে, তেমনি এই সরকারের আমলেও এই অভিযোগটি উঠেছে বহুবার। ছাত্র, শিক্ষক, এমনকি গোটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার শুধু অভিযোগটি উত্থাপনই করেনি অনেক সময় প্রতিরোধও গড়ে তুলেছে। কখনো নিস্ফল কখনো সফল। বর্তমান নিবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত কোন আলোচনাই করবো না। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের বন্ধের আদেশের প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও সিন্ডিকেটের ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

গত ২৬শে নভেম্বর মধ্যরাতে প্রেরিত শিক্ষা সচিব স্বাক্ষরিত এক সরকারী স্মারকে (স্মারক নং শা-৮/১০ এম-৫১/ ৮৭/৪১২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। সার্কুলারটি কর্তৃপক্ষের হস্তগত হওয়ার পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তির আদেশে আদিষ্ট হয়ে রেজিস্ট্রার একটি চিঠি প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল মহলের নিকট প্রেরণ করে (স্মারক নং ১২১৩-১২/৩)। উল্লেখিত চিঠিতে স্পষ্টতঃই লেখা আছে 'অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিতদের নিকট প্রতিলিপি প্রেরিত হল।' হল কর্তৃপক্ষ সেই অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের অবগতির জন্য আদেশটি হল গেইটে ঝুলিয়ে দিলেন। শিক্ষার্থীরা অনাকাঙ্ক্ষিত বন্ধের আদেশের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, অবস্থান নিলো উপাচার্যের বাসভবনের সামনে। ছাত্র সংগঠনগুলো কর্তৃপক্ষকে সিণ্ডিকেটের অনুমোদন ছাড়া সরকারী নোটিশ প্রচার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার পদক্ষেপে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। যুক্তি ছিল '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের একমাত্র বৈধ সংস্থা সিন্ডিকেট। তাই সিণ্ডিকেটের অননুমোদিত নোটিশ প্রচার কর্তৃপক্ষের সরকারপ্রীতিরই প্রকাশ। অবশ্য পরবর্তীতে সিণ্ডিকেটের সভায় সরকার যে অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করেছিল সিণ্ডিকেট তা প্রত্যাখ্যান করে এবং সরকারের এই বন্ধকে সিণ্ডিকেট অবৈধ ও বেআইনী বলে উল্লেখ করে, যা কিনা বিদেশী প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। সিণ্ডিকেটই শুধু সরকারী আদেশটি প্রত্যাখ্যান করেনি। প্রত্যাখ্যান করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি, শিক্ষার পরিবেশ পরিষদ, অফিসার্স কর্মচারী ইউনিয়ন ও কেন্দ্রীয় ২২টি ছাত্র সংগঠন। সম্মিলিত প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা দিয়েছিল 'সরকার হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই এ বন্ধ বেআইনীভাবে চাপিয়ে দিয়েছে। জাতির জাগ্রত বিবেক হিসেবে আমরা তা মেনে নিতে পারি না।' সেদিনের সেই ভূমিকার জন্য গোটা দেশবাসী কর্তৃক অভিনন্দিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। সে রাতেই ঘোষিত হয়েছে দেশে জরুরী আইন। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ আর আধা-সামরিক বাহিনীর টহল, জারি হলো সান্ধ্য আইন। খালি হলো হল, ক্যাম্পাস হলো জনশূন্য, বিবেক হলো পদদলিত।

শীতের সকালের শিশির আর কুয়াশা যখন কিছুটা কাটিয়ে উঠলো তখনই শিক্ষার্থীরা তাদের স্বাভাবিক শিক্ষাজীবনে ফিরে যেতে চাইলো। দাবী উঠলো ছাত্রদের সম্মিলিত বিরোধী ঐক্য মোর্চা ২২টি ছাত্র সংগঠন থেকে। দাবী উঠলো বিভিন্নছাত্র সংগঠন ও শিক্ষক সংগঠন থেকে। সকল মহল কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে লাগলো পুনরায় ক্লাস শুরুর জন্য। কর্তৃপক্ষ ডাকলেন পরিবেশ কমিটির সভা, তারিখ ঘোষণা দিয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিলো পুনরায় ক্লাস শুরুর। কর্তৃপক্ষ সে তারিখে ক্লাস নিতে অপারগ, কারণ সরকারের সবুজ সংকেত নেই। যদিও সকলেই এ আদেশকে বেআইনী ও অবৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন, তবুও তাকে সাহসিকতার সহিত কেউ মোকাবেলা করছে না।

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যুক্তি দেখানো হলো এ আদেশ জরুরী আইনের আওতাভুক্ত। ছাত্র নেতারা তা খন্ডন করে বললেন, জরুরী আইন জারির পূর্বেই এ আদেশ দেয়া হয়েছে। ক্লাস শুরুর দাবীতে গত ৩০শে ডিসেম্বর '৮৭ একটি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে দেয়া স্মারকলিপির জবাবে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন সুস্পষ্ট ঘোষণা দিলেন, সরকারের জরুরী আইন বলে মানুষের যে সকল মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার স্থগিত থাকবে তা ঘোষণায় স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। কিন্তু সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ '৭৩-এর কার্যকারিতা সরকার স্থগিত করেনি। সেহেতু '৭৩ অধ্যাদেশের কার্যকারিতা বহাল আছে। কাজেই এই ধরনের আদেশ অধ্যাদেশ '৭৩ পরিপন্থী, বেআইনী ও অবৈধ। এ বক্তব্য ৩১শে ডিসেম্বর অনেক জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল। এ বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল এ বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর কোন মহল থেকেই এর প্রতিবাদ করা হয়নি। কিন্তু তারপরও কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয় না? এ প্রশ্ন ছিল সচেতন দেশবাসীর। পরিবেশ কমিটির সভায় উপাচার্য

৩-এর পাতায় দেখুন